সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Prophet Muhammad ﷺ
Sultan of Hearts
এর অনুবাদ

সর্বশেষ নবী

মুহাম্মাদ ﷺ : হৃদয়ের বাদশাহ

দ্বিতীয় খণ্ড

রাশীদ হাইলামায | ফাতিহ হারপসি

ইংরেজি অনুবাদ
নাযিহান হালিলৌলু

বাংলা অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. হৃদয়ের বাদশাহ (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৪১ / নভেম্বর ২০১৯
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব, জাহিদ হোসেন তাওসিফ

ISBN : 978-984-94322-3-4

মূল্য : ৳৮০০ (আট শত টাকা মাত্র)
USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

সূচিপত্র

আকাবার শপথ ১১
প্রথম আকাবার শপথ ১১
মদীনায় জ্বলন্ত অঙ্গার ১৩
মদীনা থেকে দাওয়াত ২০
মীনার চিৎকার এবং রাসূলের আচরণ ২৮

হিজরতের অনুমতি এবং কুরাইশদের অস্থিরতা ৩০
গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ৩৩
হিজরতের কষ্টকর সফর ৩৪
আবু সালামা এবং তার পরিবার ৩৫
সুহাইব ইবনে সিনান ৩৭
উমর রা.-এর হিজরত ৩৯
আইয়াশ ইবনে রাবিআ ৪০
দারুন-নদওয়ার সিদ্ধান্ত (কুরাইশদের পার্লামেন্ট) ৪৪

পবিত্র হিজরত ৪৮
হিজরতে সতর্কতাসমূহ ৫০
সাওর পাহাড়ের দিকে গমন ৫৭
গুহায় আবু বকর রা.-এর সতর্কতা ৫৯
মক্কার দিকে শেষ দৃষ্টি ৬৩
আবু কুহাফার প্রতিক্রিয়া ৬৪
সুরাকার পশ্চাদ্ধাবন ৬৫
হিজরতের পথে আশ্চর্যজনক বিভিন্ন ঘটনা ৭০
দুধের মুজেযা ৭১
উম্মে মাবাদ ৭৩
বুরাইদা ইবনে হুসাইব ৭৭
আবু আউসের সচেতনতা ৭৯
প্রথম সাক্ষাতের আনন্দ-উদ্দীপনা ৮০

কুবায় মানুষের বাধ ভাঙা জোয়ার ৮১
প্রথম খুতবা ৮৩
আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের আগমন ৮৬
ইহুদী দুই ভাই এবং দুটি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ৮৮
সালমান আল-ফারসি ৯০

স্থায়ী নিবাস : মদীনা ৯৪
প্রথম আবাসস্থল ৯৫
উপরের তলায় গমন ৯৯
ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ১০২
আনসারদের সাথে মতপার্থক্য ১০৭
মসজিদে নববী নির্মাণ ১০৮
মিম্বারের কান্না ১১১
প্রথম আযান ১১৩
আসহাবে সুফফা ১১৬
আল্লাহর সর্বব্যাপী রহমত এবং ক্ষমার উন্মুক্ত দরজা ১১৯
আসয়াদ ইবনে যুরারার মৃত্যু এবং
গোত্রের নেতৃত্ব নিয়ে মতপার্থক্য ১২২
কবরস্থানে কথোপকথন ১২৪
হিংসার পরিবেশ ১২৫
জনৈক ইহুদীর ঘটনায় আসমানী দিকনির্দেশনা ১২৭
মদিনা সনদ ১৩২
আউস এবং খাযরাজেরর মধ্যে প্রথম চুক্তি ১৩৫
ইহুদিদের সাথে দ্বিতীয় চুক্তি ১৩৬
পরিবারের সদস্যদের মদীনা নিয়ে আসা ১৩৮
মুহাজিরদের প্রথম নবজাতক ১৩৯
আয়েশা রা.-এর সাথে রাসুল সা.-এর বিবাহ ১৪০
মদিনায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ১৪২
দাওয়াতের কাজে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এর উৎসাহ ১৪৬
ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ১৫১
আহলে কিতাবদের প্রতি উপদেশ ১৫৭

একটি নতুন সমাজ গঠন ১৬০

নতুন সভ্যতার সূচনা ১৬৬
মক্কার পরিবেশ-পরিস্থিতি ১৬৭
নিরাপত্তার ব্যবস্থা ১৬৯
যুদ্ধের অনুমতি ১৭১
নিরাপত্তা বাহিনী গঠন ১৭২
অভিযান ও লড়াই ১৭৩
আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের অভিযান ১৭৬
কিবলার পরিবর্তনড়নামাযের দিক ১৮১
রোযা ও যাকাতের বিধান ১৮৫

বদরের দিকে ১৮৭
কাফেলার গতিরোধ করার পরিকল্পনা ১৮৭
যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদের জন্য দুঃসংবাদ ১৮৯
মদীনা থেকে যাত্রার প্রস্তুতি ১৯১
আবু সুফিয়ানের দূরদর্শিতা ও কুরাইশদের আচরণ ১৯৫
আতিকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন ১৯৬
মক্কা বাহিনী ২০০
মক্কা ত্যাগ ২০৩
আবু সুফিয়ানের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ ২০৫
কঠিন সিদ্ধান্ত ২০৬
বদর ২১০
স্থান নির্ধারণ ২১২
বৃষ্টি এবং সাকিনা (শান্তি) ২১৫
সাহাবীদের সতর্কীকরণ ২১৮
খুতবা ২২০
মুশরিক বাহিনীর অবস্থা ২২১
রাসূল সা.-এর চেষ্টা ২২৬
দুআর অপূর্ব ভঙ্গি ২২৭
প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ২৩১
রণক্ষেত্রে হুংকার ২৩২
যুদ্ধ ২৩৫
আবুল বাখতারি ২৩৭
আবু জাহেলের পরিসমাপ্তি ২৩৯
ইবাদত-বন্দেগী ২৪৫

বদরে ফেরেশতাদের আগমন ২৪৬
শাহাদাত ২৪৯
মৃতদের উদ্দেশ্যে ২৫০
রাসূল সা.-এর একক চরিত্র ২৫২
মদীনায় বিজয়ের সংবাদ ২৫৪
বদর ত্যাগ এবং গনীমত ২৫৭
যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আচরণ ও পরামর্শ ২৬০
বন্দীদের সঙ্গে আচরণ ২৬৬
যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ঐশী বিধান ২৬৮
রুকাইয়া রা.-এর ইন্তেকাল ২৭০
মক্কায় বিপর্যয়ের সংবাদ ২৭২
আবু লাহাবের মৃত্যু ২৭৪
মক্কায় শোকের বাতাস ২৭৫
রূমের বিজয়-সংবাদ ২৭৭

যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি ২৭৯
সাওয়ীক অভিযান ২৮০
গাতফান অভিযান এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ২৮২
পরিবর্তিত পরিস্থিতি ২৮৫
গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র ২৮৬
বনু কাইনুকা অবরোধ ২৯১
নতুন আরেকটি ঈদ : ঈদুল আযহা ২৯৮
তৃতীয় হিজরীতে আরও কিছু ঘটনা ২৯৯

প্রত্যাশিত ঘটনাপ্রবাহ ৩০২
আব্বাসের চিঠি ৩০২
মক্কার বাহিনীর পরিসংখ্যান ৩০৩
সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ ৩০৪
দৃঢ় মনোবল ৩০৭
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের বাদ দেওয়া ৩০৮
উহুদ ৩১০
মুনাফিকদের পশ্চাদগমন ৩১১
উহুদ প্রান্তরে খুতবা ৩১৪
মক্কা বাহিনীর অবস্থা এবং প্রথম স্ফুলিঙ্গ ৩১৬

উম্মতের শিষ্যবৃন্দ ৩১৭
আলী রা.-এর সতর্কতা ৩১৮
একটি তরবারির পরিপূর্ণ ব্যবহার ৩১৯
মক্কা বাহিনীর পরাজয় ৩২১
অসময়ত্মখন নির্দেশ পূরণ হয়নি ৩২২
রাসূল সা.-এর দৃঢ়তা ৩২৭
মূল লক্ষ্য এবং দুঃখজনক পরিণতি ৩৩২
সবকিছুর পরেও দয়া ও অনুগ্রহ ৩৩৫
প্রতিটি কড়ার জন্য একটি দাঁত বিসর্জন ৩৩৮
হামযা রা.-এর শাহাদাত ৩৩৯
ঐশী সাহায্য এবং উত্তরণ ৩৪১
নিয়তের ভিন্নতা এবং কুযমান ৩৪৬
অসীম বীরত্ব প্রদর্শন এবং পুনঃমিলন ৩৪৮
উহুদের বিপর্যয় থেকে উদ্ধার ৩৫৪
মক্কা বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ৩৫৬
যুদ্ধশেষে উহুদের ময়দান ৩৬১
হামযা রা.-এর অবস্থা ৩৬৩
শহীদদের উহুদের ময়দানে দাফন ৩৬৫
মুসআব রা.-এর অন্তিম মুহূর্ত ৩৬৬
উহুদ ত্যাগ ৩৬৮
মদীনার ধীর-স্থিরচিত্র ৩৭০
মুনাফিকদের আচরণ ৩৭৩
হামরাউল আসাদ ৩৭৫

উহুদের পরবর্তী পরিস্থিতি ৩৮৩
উত্তরাধিকার আইন ৩৮৪
এতীমের হক এবং বিয়ের সীমাবদ্ধতা ৩৮৭
সারিয়্যা এবং গাযওয়া ৩৯২
আরেকটি হত্যা ষড়যন্ত্র ৩৯৩
দুটি তিক্ত অভিজ্ঞতা : রজী এবং বীরে মাউনা ৩৯৮
রজী ৩৯৮
বীরে মাউনা ৪০১
বনু নাযির ৪০৬
একটি ব্যর্থ হত্যার ষড়যন্ত্র ৪০৮

দুশ্চিন্তা এবং মূল্যায়ন ৪১০
রাসূলুল্লাহ সা.-এর দূত ৪১৩
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের লোকজন ৪১৫
বনু নাযিরের দিকে গমন ৪২০
খেজুর বৃক্ষ কর্তন ৪২৩
জাঁকজমকহীন দুঃখজনক বিদায় ৪২৬
বনু নাযির যা পেছনে রেখে যায় ৪২৭
দ্বিতীয় বদর ৪৩০
ওইসময় অন্যান্য ঘটনা ৪৩৫
রাসূল সা.-এর নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৪৩৫
দুমাতুল জানদাল ৪৪০
বনু মুসতালিক ৪৪৩
মুরাইসি কূপ ৪৫১
আনসারদের প্রচেষ্টা ৪৫৪
উমর রা.-এর প্রস্তাব ৪৫৫
আব্দুল্লাহর সচেতনতা ৪৫৯
জিবরাইল আ.-এর সংবাদ ৪৬১
বিরতিহীন সফর এবং প্রতিযোগিতা ৪৬২
কাসওয়ার অন্তর্ধান এবং মতবিরোধ ৪৬৩
চরম মতানৈক্য : ইফকের ঘটনা ৪৬৬
আয়েশা রা.-এর অসুস্থতা ৪৬৯
হারিস ইবনে দিরারের ইসলাম গ্রহণ ৪৭২
বনু লিহয়ান অভিমুখে অভিযান ৪৭৪

নতুন আক্রমণ এবং খন্দক ৪৭৭
বিপদ সংকেত এবং সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ ৪৭৯
বিশাল পাথর এবং ভবিষ্যতের হাতছানি ৪৮৫
সারিবদ্ধ সৈন্য ৪৯০
প্রথম প্রতিক্রিয়া ৪৯০
প্রথম আঘাত ৪৯২
বিশ্বাঘাতকতার চূড়ান্ত পদক্ষেপ : বনু কুরাইযা ৪৯৩
বিশ্বাসঘাতকতার তদন্ত ৪৯৬
রাত যেন দিনের মতোই উজ্জ্বল ৪৯৯

আকাবার শপথ

এখন আর থেমে থাকার সময় নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার মক্কা থেকে অন্যত্র দৃষ্টি সরিয়েছেন এবং নতুন এক ভূখণ্ডে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কথা চিন্তা করছেন। নবুওয়াতের পর বারো বছর পেরিয়ে গেছে। ঘুরে-ফিরে আবারও হজের মৌসুম এসে হাজির হয়েছে। গত বছর মদীনার যে ছয়জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তিনি এখন তাদের খবর নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

প্রথম আকাবার শপথ

অপেক্ষার প্রহর শেষ। হজের জন্য সমবেত লোকজনকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীনায় গেলেন। তিনি সেখানে তাঁবু গাড়লেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই নতুন আশা নিয়ে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। যাকে দেখলেন, তাকেই দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিলেন। সেখানে অবশ্য এমন কয়েকজন ছিলেন, যারা তাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তারা ওইসব সৌভাগ্যবান—যারা গত বছর তার নিকট ঈমান এনেছিলেন। তারা দূর থেকে রাসূলকে দেখে দৌড়ে এসে হাজির হন। মীনার যে স্থানে রাসূলের সাক্ষাৎ লাভ করেন, ওই স্থানটির নাম আকাবা। তাদের সংখ্যা এখন দ্বিগুণ। তবে গত বছর ইসলামগ্রহণকারী ছয়জনের মধ্যে কেবল জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আসতে পারেননি। তাদের সঙ্গে যারা এবার নতুন এসেছেন, তারা হলেন : মুআয ইবনে হারিস, যাকওয়ান ইবনে আবদে কাইস, উবাদা ইবনে সামিত, ইয়াজিদ ইবনে সালাবা, আব্বাস ইবনে উবাদা, আবু হাইসাম ইবনে তাইহান এবং উবাইমির ইবনে সাঈদা। তারা সবাই ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখন তাদের এই বন্ধনকে স্থায়ী করার জন্যই সবাই মক্কায় এসেছেন। এই সাক্ষাৎ মানেই ইসলামের জন্য এক নতুন দুয়ার উন্মোচন, মক্কার কাঠিন্য

যেন মদীনায় সুশীতল ছায়ার রূপ নিয়েছে এবং মক্কায় ইসলামের সূচনা হলেও এর সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভবত আল্লাহ তাআলা একে অন্যত্র সরিয়ে নেবেন। সংক্ষেপে আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সবকিছু এখন সেদিকেই এগোচ্ছে। ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কথা সত্যে পরিণত হতে চলেছে।

তারা অনেকক্ষণ যাবত কথা বললেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাইআত হতে বলেন। তিনি বলেন : ‘তোমরা আমার হাতে এ বিষয়ে বাইআত হও যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অযথা তোমরা কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ লাগাবে না, সৎকাজে আমার অবাধ্য হবে না। সুতরাং তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে। আর যে এগুলোর কোনোটিতে খেয়ানত করবে এবং তাকে যদি দুনিয়াতে সে কারণে শাস্তি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে এটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যদি কেউ খেয়ানত করে এবং আল্লাহ তাআলা তা লুকিয়ে রাখেন—তবে তা আল্লাহর ব্যাপার; চাইলে তিনি শাস্তি দিতে পারেন, আবার চাইলে মাফও করে দিতে পারেন।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের নৈতিকতার দিকে আহ্বান করেন। কারণ, তারা এতকাল যত বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে, এর মূল কারণ ছিল, তাদের পূর্বসূরিরা যে বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, সে বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া। এখন তাদের এই ইসলাম গ্রহণের ফলে দীর্ঘ প্রত্যাশিত সেই জীবন গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ই খুব সতর্ক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

এবার বিদায়ের সময় হলো। যা হোক, মদীনার আনসারদের মনে কিছু একটা ছিল। তারা রাসূলের সঙ্গে থেকে ইসলামের কিছু বিধি-বিধান জানতে সক্ষম হয়েছেন; কিন্তু ইসলাম তো প্রতিদিনই আগে বাড়ছে; প্রয়োজন-সাপেক্ষে নতুন বিধি-বিধান জারি করা হচ্ছে। অন্যদিকে খাযরাজ ও আউস গোত্রের মধ্যে তারা শান্তি স্থাপনেও ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে একে অন্যকে ইমাম হিসেবে মেনে নেবে কি না, এ নিয়েও সংশয় রয়েছে। এটি

হয়তো তাদের মধ্যে তীব্র সংকট হয়ে দেখা দিতে পারে। আর রাসূলের সোহবতে তাদের দীর্ঘ সময় থাকারও সুযোগ হয়নি। এই স্বল্প সময়ে অদ্যাবধি নাযিল হওয়া কুরআন মাজীদের সকল আয়াত শেখাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এজন্য তাদের প্রয়োজন একজন মুর্শিদ—গাইড, শিক্ষক। মদীনায় রওনা হওয়ার আগেই তারা বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করল। তার বরকতময় দৃষ্টি চারদিকে অনুসন্ধান করে দেখল—কাকে তাদের সঙ্গে মদীনায় পাঠানো যায় এবং হিজরতের আগেই তাদের আবাসভূমিকে সভ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় : মুসআব! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশব্দে বলে উঠলেন।

সুতরাং মদীনার আনসারদের গাইড হিসেবে মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচিত হলেন; যিনি ছিলেন এক বিশাল ধনীর আদরের দুলাল এবং যাকে কেবল ইসলামগ্রহণের দায়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

মদীনায় জ্বলন্ত অঙ্গার

প্রিয় নবীকে ছেড়ে যেতে মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে অনিঃশেষ বেদনা ভর করল। নিঃসন্দেহে রাসূলের আদেশ শিরোধার্য। তিনি নতুন উদ্দীপনায় এবং কোনো ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সেখানে তিনি রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং মদীনার লোকজনকে ইসলাম শিক্ষা দেবেন—যা কেবলই তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। বস্তুত এটি ছিল এক সম্মানিত দায়িত্ব; তিনিই মদীনায় আসন্ন 'ঐশী হিজরত'-এর জন্য মদীনাকে গড়ে তুলবেন; তিনিই মদীনায় নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করবেন। হ্যাঁ, তিনি একা। তবে তিনি দ্বীনের এক মহান দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন। আসআদ ইবনে জুরারা তার জন্য মদীনায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তারা নিজেদের অন্তরের সৌন্দর্যকে মদীনার লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উপায়-উপকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। তারা দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করলেন। সেখানে তারা প্রতিদিনই একজন নতুন মানুষের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং দ্বীনের

আরও গভীর জ্ঞান অন্বেষণে নিজেদের ব্যাপৃত করলেন। মদীনায় এখন আল্লাহর এক জ্বলন্ত অঙ্গারের আবির্ভাব হয়েছে এবং ঈমানের চুল্লি স্থাপিত হয়েছে।

মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একদম যোগ্য প্রতিনিধি। যারাই তার সান্নিধ্যে আসত, তারা তাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলত। তার ঈমানের দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা, বিনয় এবং পরিপূর্ণ আদর্শিক ব্যক্তিত্ব মদীনার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল! প্রতিদিনই তার নিকট মদীনার কোনো-না-কোনো সর্দার আগমন করতেন এবং মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট ইসলামের পরম সৌন্দর্য তুলে ধরতেন। তিনি মদীনায় তার সর্বস্ব নিয়োগ করলেন এবং তিনি প্রায় একক উম্মাহ হয়ে উঠলেন। অবশ্যই, যেমনটি আশা করা হয়েছিল, তিনি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিকূলতারও মুখোমুখি হলেন। তবে এসব সমস্যা-সংকুলতা তার জন্য নতুন কিছু ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি নিজেই সবচেয়ে বেশি প্রতিকূলতার মুখোমুখি হননি? কেউই তার নিকট সহজে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয়নি। যারা তার নিকট তরবারি নিয়ে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছে, তারা তাদের অন্তরে ঈমান নিয়ে ফিরে গেছে। মদীনায় রাসূলের ভবিষ্যত সাহাবীদের তিনি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন যারা তার নিকট অত্যন্ত গোস্বা ও রাগ নিয়ে এসেছে। তবে তাদের বিরূপ আচরণ তার ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার দমাতে পারেনি। খুব শীঘ্রই তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বলতেন, 'ও আমার বন্ধুরা, প্রথমে আমার কিছু কথা শুনুন এবং তারপর ইচ্ছে হলে আপনারা আমার মস্তক কাটতে চাইলেও আমি বাধা দেব না।'

বস্তুত, যে কিনা নিজের জীবনের কোনো পরোয়া করে না এবং কেবলই মানুষের নিকট একটু সত্য প্রকাশ করার সুযোগ প্রত্যাশা করে, তখন বরফ এমনিতেই গলে যায় এবং মুসআবের চারদিকে ঈমানদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।